হোমিওপ্যাথিক-এ যৌনরোগের চিকিৎসা

সূচীপত্র

১.	অণ্ডকোষের পীড়া	৫
২.	ধ্বজভঙ্গ	৮
৩.	কামোত্তেজনা	১১
৪.	জরায়ুর পীড়া	১২
৫.	রজঃস্রাব (মাসিক স্রাব)	১৬
৬.	শুক্রস্খলন	২৩
৭.	প্রমেহ (গণোরিয়া)	২৬
৮.	প্রস্রাবের পীড়া	৩১
৯.	বহুমূত্র	৩৯
১০.	প্রদর পীড়া	৪৩
১১.	প্রসব বেদনা	৪৭
১২.	বাধক বেদনা	৪৯
১৩.	গর্ভস্রাব	৫৪
১৪.	রজঃরোধ	৫৭
১৫.	ডিম্বকোষের পীড়া	৬০
১৬.	স্তনের পীড়া	৬২
১৭.	গর্ভবতী নারীর বমি ও বমি-বমি ভাব	৬৫
১৮.	প্রসবান্তিক পীড়া	৬৭
১৯.	হিষ্টিরিয়া	৭০
২০.	রক্তস্রাব	৭২
২১.	কামোন্মাদনা ও কামোত্তেজনা	৭৪
২২.	হার্ণিয়া	৭৬
২৩.	উপদংশ পীড়া	৮০
২৪.	গণোরিয়া-জনিত বাত	৮৪
২৫.	সূতিকা জ্বর	৮৬
২৬.	স্বপ্নদোষ	৮৮
২৭.	কিডনীর পীড়া	৯০
২৮.	দুর্বলতা	৯১
২৯.	মানসিক লক্ষণ	৯৩

১ অণ্ডকোষের পীড়া

এই পীড়াটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কষ্ট-যন্ত্রণাদায়ক হয়। অণ্ডকোষ ফোলে, শক্ত-ভাব হয়, বেদনা-যন্ত্রণা হয়। বিভিন্ন কারণে উপসর্গগুলি দেখা দেয়। উপসর্গ দেখে রোগী ভয় পায়, বড় কোনো অঘটন বা বিপদের আশঙ্কা করে। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছু নেই। যথাসময়ে ও সঠিক চিকিৎসা হলে অল্প দিনেই এসব রোগ নিরাময় হয়। তবে ওষুধ নির্বাচনকালে পীড়ার কারণটি জানতে হবে। আঘাত লাগা জনিত না প্রমেহ জনিত না অন্য কোনো কারণে এ পীড়ার উৎপত্তি ঘটেছে তা জানতে পারলে চিকিৎসা করা সহজ হয়, তাড়াতাড়ি রোগমুক্তি ঘটে।

- **অণ্ডকোষে প্রদাহ, অনেক দিনের পুরাতন পীড়া। এমন উপসর্গে কি করতে হবে?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে **অ্যাসিড ফ্লোর ২০০** সেবন করতে দিন। প্রতিদিন সকালে খালিপেটে ২ ফোঁটা করে ওষুধ সেবন করাতে হবে।

৪/৫ দিন এভাবে ওষুধ খাওয়ালে পীড়া নিরাময় হবে। তা না হয়ে যদি আংশিক উপকার হয় তাহলে আরও ২দিন ওষুধটি খাওয়ান। পীড়া নিরাময়ের পর রোগীকে কিছুদিন খাওয়া দাওয়া করতে হবে খুব সাবধানে। কোনো গুরুপাক বা উত্তেজক দ্রব্য খাওয়ানো চলবে না। মাছের ঝোল, দই, ঘোল, ফলের রস প্রভৃতি নিয়মিতভাবে কিছুদিন খাওয়াতে হবে। কোনো কঠিন পরিশ্রমের কাজও কিছুদিন করতে দেওয়া চলবে না।

- **অণ্ডকোষে জল জমেছে। এমন উপসর্গে কি করতে হবে?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে খেতে দিন **রডোডেন্ড্রণ ৩০**। সকালে খালি পেটে ২ ফোঁটা ও রাত্রে শোবার আগে ২ ফোঁটা।

এভাবে ৩/৪দিন ওষুধ খাওয়ালে পীড়া নিরাময়ের আশা থাকে। না সারলে ৭/৮ দিন ওষুধ বন্ধ রেখে আবার ২ দিন ওষুধ খাওয়াবেন। এতেও না সারলে ঐ একই ওষুধের ২০০ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। ২ ফোঁটা করে দিনে ২ বার। ১ দিন মাত্র। আর কোনো ওষুধ খাওয়ানোর দরকার হবে না।

- **অণ্ডকোষ ফুলেছে, পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে, আঘাত লাগার কারণে এমন হয়েছে। এ পীড়ার চিকিৎসা কি?**

চিকিৎসা ঃ

এক্ষেত্রে **কোনিয়ম** প্রযোজ্য। কতো দিনের পীড়া তা আগে জেনে তবে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করতে হবে। যদি ২/১ মাসের বেশি হয় তাহলে ৩০ শক্তি ও ৭/৮ মাসের পীড়া হলে ২০০ শক্তির ওষুধ সেবন করানো দরকার। ৩০ শক্তির ওষুধ ২ ফোঁটা করে দিনে ২ বার

৩/৪ দিন, ২০০ শক্তির ওষুধ ২ ফোঁটা করে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে — ৩/৪ দিন। এই পীড়ায় অন্য কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই।

- **অণ্ডকোষ ফুলেছে, শক্ত হয়ে আছে, ভয়ানক বেদনা আছে, নড়াচড়া করলে অত্যধিক বেদনা অনুভূত হয়। এমন উপসর্গ থাকলে কি করতে হবে?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে সেবন করতে দিন **স্পঞ্জিয়া ৩০**। ২ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার। ২/৩ দিন সেবন করানোর পর ওষুধ বন্ধ রাখুন। ১০/১২ দিন পরে যদি দেখেন পীড়া সম্পূর্ণ নিরাময় হয়নি তাহলে ১ দিন ২০০ শক্তির ওষুধ সকালে ২ ফোঁটা ও রাত্রে ২ ফোঁটা সেবন করতে দিন। আর কোনো ওষুধ খাওয়ানোর দরকার হবে না।

- **অণ্ডকোষ ফুলে আছে, শক্ত হয়ে আছে, আক্রান্তস্থলে গরম অনুভব, ভয়ানক বেদনা, নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি হয়। এমন উপসর্গের চিকিৎসা কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে **ব্রোমিয়াম ৩০** সেবন করতে দিন। ২ ফোঁটা করে দিনে ২ বার। পরপর ৩ দিন সেবন করিয়ে ওষুধ বন্ধ রাখুন ও প্রতিক্রিয়ার জন্য এক সপ্তাহ অপেক্ষা করুন। পীড়াটি এতেই নিরাময় হবার কথা। না সারলে আরও ২/১ দিন ওষুধ সেবন করাতে হবে। অন্য কোনো ওষুধ সেবন করতে দেবেন না।

- **অণ্ডকোষে জল সঞ্চিত হয়েছে, ফুলে আছে। এক্ষেত্রে করণীয় কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ৬ বা ৩০** সেবন করতে দিন। ২ ফোঁটা করে প্রতিদিন ২ বার। ২/৩ দিন সেবনেই পীড়া নিরাময় হবার সম্ভাবনা। না সারলে আরও ১ দিন ওষুধ খাওয়ান। এতেও যদি পীড়া না সারে তাহলে ১ দিন ২০০ শক্তির ওষুধ ২ ফোঁটা করে ২ বার খাওয়াবেন। অন্য কোনো ওষুধের দরকার হবে না।

- **অণ্ডকোষে প্রদাহ হচ্ছে, টাটানি ব্যথা আছে, ফুলেছে। এমন উপসর্গের চিকিৎসা কি?**

চিকিৎসা ঃ

আগে জানতে হবে পীড়াটি নতুন না পুরাতন। যদি নতুন পীড়া হয় তাহলে **হ্যামামেলিস ৬ বা ৩০** প্রয়োগ করুন। পীড়াটি পুরাতন হলে প্রয়োগ করুন অ্যাসিড ফ্লোর ৬ বা ৩০। উভয় ওষুধই ২ ফোঁটা করে দিনে ২ বার সেবন করতে দেবেন। ৩/৪ দিন সেবনেই পীড়া নিরাময় হবে।

- **অণ্ডকোষ ফুলেছে। এর চিকিৎসা কি?**

চিকিৎসা ঃ

আগে জানতে হবে কোন দিকের অণ্ডকোষ ফুলেছে। যদি ডানদিকের অণ্ডকোষ ফোলে

তাহলে সেবন করতে দিন **অরাম-মেট** ৩০ আর যদি বাঁদিকের অণ্ডকোষ ফোলে তাহলে সেবন করাতে হবে **স্পঞ্জিয়া** ৩০। ২ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার। মোট ২ দিন সেবন করাতে হবে। এতে পীড়া নিরাময়ের বিশেষ সম্ভাবনা। লক্ষ্য রাখতে হবে, এই উপসর্গের সঙ্গে অন্য কোনো উপসর্গ জড়িত আছে কি না। সে ক্ষেত্রে আলাদা ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে।

- **প্রমেহস্রাব বন্ধ হয়ে অণ্ডকোষে প্রদাহ, অণ্ডকোষ ফুলে ওঠে। অন্য উপসর্গ— বমি-ভাব, কোমরে বেদনা প্রভৃতি। এমন উপসর্গের চিকিৎসা কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে প্রথমে **পলসেটিলা** ৩০ সেবন করতে দিন। ২ ফোঁটা করে দিনে ২ বার - ৩ দিন। এতে না সারলে ২০০ শক্তির ওষুধ ২ ফোঁটা করে সেবন করান—২ বার মাত্র। ৩০ শক্তির ওষুধ খাইয়ে ৭/৮ দিন অপেক্ষা করতে হবে। তাতে উপকার না হলে বা আংশিক উপকার হলে ২০০ শক্তি প্রয়োগ করবেন।

- **অণ্ডকোষে স্নায়ুশূল বেদনা। চিকিৎসা কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে **অ্যাসিড অকজ্যালিক** ৬ সেবন করতে দিন। ২ ফোঁটা করে দিনে ২ বার। ৩ দিন সেবনেই উপকার হবে। এক্ষেত্রে বার্বেরিস ৬ ওষুধটিও সেবন করাতে পারেন। সেবনের নিয়ম একই।

* এই পীড়ায় কঠিন কায়িক পরিশ্রম বাদ রাখতে হবে।
* অধিক বিশ্রামের প্রয়োজন।
* মল-মূত্র যাতে স্বাভাবিক ভাবে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

২	ধ্বজভঙ্গ

এই পীড়াটি হলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। সংসার-জীবনে নেমে আসে চরম অশান্তি। সংসারের সকল সুখ বিনষ্ট হয়। রোগী নিজের জীবনটাকে দুর্বহ বলে মনে করে। এমন কঠিন পীড়াও নিরাময় হয়। উপসর্গ বুঝে ওষুধ সেবন করলে রোগী অল্প দিনেই নিরাময় হতে পারে ও আগেকার সুখী জীবন ফিরে পেতে পারে।

- **সঙ্গমকালে লিঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে, শত চেষ্টাতেও উত্থিত হয় না, আবার অনেক সময় সঙ্গমের ইচ্ছাও লোপ পায়। এমন উপসর্গের চিকিৎসা কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে সেবন করাতে হবে **আর্জেন্ট নাইট্রিক ২০০**। প্রতিদিন সকালে ২ ফোঁটা ও রাত্রে ২ ফোঁটা। ২ দিন। এরপর ১ সপ্তাহ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে হবে। পীড়া নিরাময় না হলে আরও ২/১ দিন ওষুধটি সেবন করানো দরকার। পীড়াটি এই ওষুধেই নিরাময় হবে---অন্য কোনো ওষুধ খাওয়াবেন না।

- **অনবরত শুক্রক্ষয় হওয়ার কারণে বাত রোগ, লিঙ্গের দুর্বলতা। এমন উপসর্গের চিকিৎসা কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে জিনসেং ৩০ সেবন করতে দিন। প্রতিদিন রাত্রে শোবার আগে ২ ফোঁটা করে। একটানা ৮/১০ দিন সেবন করানো দরকার। এর পর ১ সপ্তাহ ওষুধ বন্ধ রেখে দেখতে হবে পীড়ার ক্ষেত্রে কতোটা উপকার হয়েছে অথবা আদৌ কোনো উপকার হয়েছে কি না। সেরকম হলে আরো ১ দিন জিনসেং ২০০ সেবন করাতে হবে। সকালে ২ ফোঁটা ও রাত্রে ২ ফোঁটা। এর পর আর ওষুধ খাওয়ানোর দরকার হবে না। এসবের পরেও পীড়া নিরাময় না হলে বুঝতে হবে উপসর্গ ঠিকমতো লক্ষ্য করা হয়নি।

- **সহবাসের ইচ্ছা থাকে কিন্তু লিঙ্গ পূর্ণভাবে উত্থিত হয় না। সহবাসের পর মাথা ঘোরে, দুর্বলতা অনুভূত হয়। এমন উপসর্গের চিকিৎসা কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে **ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬** সেবন করতে দিন। দিনে ২ বার ২ ফোঁটা করে। ৪/৫ দিন সেবনেই পীড়া নিরাময়ের সম্ভাবনা। না সারলে ১০/১২ দিন ওষুধ বন্ধ রাখার পর আরও ২/১ দিন ওষুধটি সেবন করাতে হবে।

- **অজ্ঞাতসারে ধাতুস্খলন হয়, রোগী সে-সময় কিছু বুঝতে পারে না—পরে জানতে পারে, কিছুদিন বাদে রোগী ধ্বজভঙ্গ হয়ে পড়ে। এমন ক্ষেত্রে করণীয় কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে **অ্যাভেনা-স্যাটাইভা θ** সেবন করতে দিন। সকালে খালিপেটে ৫ ফোঁটা

ও রাত্রে ৫ ফোঁটা। ৮/১০ দিন সেবন করাতে হবে। এতে না সারলে আরও কয়েক দিন ঐ একই ভাবে ওষুধটি চালাতে হবে। এ সময়ে উত্তেজক খাদ্যাদি বর্জন করা দরকার। উত্তেজক ছবি দেখা, উত্তেজনা বাড়ায় এমন বিষয়ে চিন্তা করাও ক্ষতিকর।

- **ধ্বজভঙ্গ, লিঙ্গোদ্রেক হয় না, শত চেষ্টাতেও লিঙ্গের উত্তেজনা ঘটে না। এমন উপসর্গে কি করতে হবে?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে টার্নেরা $_{\theta}$ সেবন করাতে হবে। যে নিয়মে অ্যাভেনা-স্যাটাইভা সেবন করানোর কথা বলা হয়েছে ঐ নিয়মেই সেবন করাতে হবে।

- **হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছা, হস্তমৈথুন না করে থাকতে পারে না, সহবাসে বিশেষ তৃপ্তি পায় না, শুক্রস্খলন ঘটে তাড়াতাড়ি, রোগী পরে ধ্বজভঙ্গ হয়ে পড়ে। এমন উপসর্গে করণীয় কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে সেবন করাতে হবে বিউকো ২০০। প্রতিদিন সকালে খালিপেটে অথবা রাত্রে শোবার আগে ২ ফোঁটা করে। ৫/৬ দিন সেবন করানো দরকার। পরে প্রয়োজন হলে আরও কয়েকদিন ওষুধটি সেবন করাতে হবে।

- **সঙ্গমের প্রবল ইচ্ছা কিন্তু অক্ষমতার জন্য তা সম্ভব হয় না, অসাড়ে রেতঃস্খলন হয়। এমন উপসর্গে কি করতে হবে?**

চিকিৎসা ঃ

'প্রবল ইচ্ছা অথচ অক্ষমতা' এই উপসর্গের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। যদি উপসর্গটি সঠিক হয় তাহলে **কোনিয়ম ২০০** সেবন করানো দরকার। ২ দিন সেবন করালেই উপকার হবে। ২ ফোঁটা করে দিনে ২ বার সেবন করতে দিন। এরপর ১০ দিন অপেক্ষা করে দেখুন উন্নতি হয়েছে কি না। না হলে আরও ২/১ দিন উপরোক্ত নিয়মে ওষুধটি সেবন করাতে হবে।

- **ভোরবেলায় স্বপ্নদোষ, মাথা ঘোরে, দুর্বলতা অনুভব, কোমরে ব্যথা, বিরক্তি-ভাব থাকে, কোনো কাজে মন বসে না। এমন উপসর্গে করণীয় কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে **নক্স-ভম ৬** সেবন করতে দিন। ২ ফোঁটা করে দিনে ২ বার। ৪/৫ দিন। ১ সপ্তাহ ওষুধ বন্ধ রেখে দেখুন উপকার হলো কি না। উপকার না হলে ৩০ শক্তির ওষুধ ২ দিন সেবন করাতে হবে। ২ ফোঁটা করে দিনে ২ বার। এমন উপসর্গে উক্ত নিয়মে সলফার ওষুধটিও খাওয়াতে পারেন। তবে দুটি ওষুধ একসঙ্গে খাওয়াবেন না।

- **লিঙ্গের শিথিলতা, লিঙ্গ উত্থিত হয় না বা সামান্য উত্থিত হয়, অথবা উত্থিত হয়ে তৎক্ষণাৎ শিথিল হয়ে পড়ে। এমন উপসর্গে কি করতে হবে?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে **লাইকোপোডিয়ম ২০০** সেবন করতে দিন। ৩ দিন সেবনেই উপকার আশা করা যায়। সকালে ও রাত্রে ২ ফোঁটা করে। আংশিক উপকার হলে আরও ২/১ দিন ওষুধ সেবন করানো দরকার।

- **মলত্যাগের সময় শুক্রস্খলন, প্রস্রাবের পরে শুক্রস্খলন। এসবের সমাধান কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে খেতে দিন **অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্ট ৩০**। সকালে ও রাত্রে ২ ফোঁটা করে। ৪/৫ দিন সেবনেই উপকার আশা করা যায়। ২ সপ্তাহ ওষুধ বন্ধ রেখে পুনরায় ২ দিন ওষুধটি খেতে দেবেন।

- **হস্তমৈথুনের কারণে লিঙ্গের শিথিলতা, স্বপ্নদোষের কারণে লিঙ্গের শিথিলতা। এক্ষেত্রে কি করতে হবে?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে **জেলসিমিয়াম ২০০** সেবন করতে দিন। প্রতিদিন সকালে খালিপেটে ২ ফোঁটা করে। একটানা ৫/৬ দিন এভাবে ওষুধটি সেবন করাতে হবে। এতেই উপকার আশা করা যায়। উপকার না হলে বা আংশিক উপকার হলে ২ সপ্তাহ ওষুধ বন্ধ রাখার পর আবার আগের নিয়মে ২ দিন ওষুধ সেবন করাতে হবে।

- **লিঙ্গের শিথিলতা, লিঙ্গ ঠান্ডা, লিঙ্গ ঘামে ও ভিজে থাকে। সমাধান কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে **ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম ৩০** সেবন করাতে হবে। ২ ফোঁটা করে দিনে ২ বার। ৩/৪ দিন সেবনেই উপকার আশা করা যায়।

- **প্রবল কামেচ্ছা, ভালোভাবে লিঙ্গোত্থান ঘটে না, ধ্বজভঙ্গ। এ অবস্থায় করণীয় কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে খেতে দিন **ফসফরাস ৬**। জলের সঙ্গে মিশিয়ে ওষুধটি খাওয়ানো দরকার। সকালে ২ ফোঁটা ও রাত্রে ২ ফোঁটা। ৩/৪ দিন সেবন করালেই উপকার হবে।

* কোন প্রকার উত্তেজক খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা চলবে না।
* শারীরিক বা মানসিক উত্তেজনা যাতে বৃদ্ধি না পায় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

৩ কামোত্তেজনা

প্রাকৃতিক নিয়মে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কামোত্তেজনা থাকে। বংশবৃদ্ধির কারণে এর বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু কামোত্তেজনা যদি অত্যধিক হয় অথবা স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হয় তাহলে সেটিকে পীড়া বলে গণ্য করা হয়। এ ধরনের পীড়ায় শরীর ও মনের যথেষ্ট ক্ষতি হয়— কাজকর্মে উৎসাহহীনতা বা অক্ষমতা দেখা দেয়। পরিশেষে ধ্বজভঙ্গ হয়ে পড়ারও যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। সেজন্য পীড়াটিকে সত্বর নিরাময় করা দরকার। সুস্থ জীবন যাপন করতে হলে শরীর ও মনকে সুস্থ রাখা দরকার।

- **স্ত্রীলোকের প্রবল কামেচ্ছা। এর সমাধান কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগিণীকে **এষ্টিরিয়াস ৬** সেবন করতে দিন। প্রতিদিন রাত্রে ২/৩ ফোঁটা হিসাবে দিতে হবে। ৫/৭ দিন এভাবে দিয়ে ১ সপ্তাহ ওষুধ বন্ধ রেখে লক্ষ্য করতে হবে, উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে কি না। যদি সঠিক ফল লাভনা হয় তাহলে আরও ২/৪ দিন ওষুধটি সেবন করানো দরকার। উত্তেজক ও গুরুপাক খাদ্যগ্রহণ, উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সহায়ক আলোচনা বা চিন্তা-ভাবনা, উত্তেজনা বৃদ্ধিকর ছবি দেখা প্রভৃতি থেকে রোগিনীকে সরিয়ে রাখতে হবে।

- **যোনিতে সুড়সুড় করে ও কামেচ্ছা প্রবল হয়। সাধারণত যোনিতে ছোট ছোট কৃমি প্রবেশ করে এমন অনর্থ ঘটায়। এর সমাধান কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগিণীকে সেবন করতে দিন **ক্যালেডিয়ম ৬**। উপরে লিখিত নিয়মে ওষুধ সেবন করাতে হবে ও অন্যান্য নিয়ম পালন করতে হবে। **প্ল্যাটিনা ৬** সেবনেও উপকার হবে।

- **হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছা, উত্তেজনা বৃদ্ধি, প্রবল কামোত্তেজনা। এ সমস্যার সমাধান কি?**

চিকিৎসা ঃ

রোগীকে সেবন করাতে হবে **অরিগেনাম ৬**। সেবনের নিয়ম আগের মতো। স্ত্রীলোকের প্রবল কামোত্তেজনাতেও এই ওষুধটি সেব্য।

- **সামান্য স্পর্শেই কামোত্তেজনা ঘটে। রোগী বা রোগিণী কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করে বসে। এ সমস্যার সমাধান কি?**

চিকিৎসা ঃ

এক্ষেত্রে **মিউরেক্স ৬** সেবনে উপকার হবে। সেবনের নিয়ম আগের মতো।